দৈনিক বাংলা

তারিখ 10 OCT 1992
পৃষ্ঠা 8 কলাম 9

# এইচএসসি পরীক্ষায় দুই ব্যতিক্রম

দু' একটি মাহবুব আর মোশারফ। খুঁজতে গেলেও খুঁজে পাওয়া যায় না। খুঁজে পাওয়ার তেমন ঠিকানা তাদের নেই। দু'জন কৃতী ছাত্র। পরশু বৃহস্পতিবার ঢাকা বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক (এইচএসসি) পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। শুনেছিলাম মাহবুব নামে এক ছাত্র কলা শাখায় প্রথম হয়েছে। চতুর্থ হয়েছিল মাধ্যমিক পরীক্ষায়। কিন্তু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বাণিজ্য বিভাগে তৃতীয় হয়েছে মোশারফ। তারও খোঁজ নেই। এবার ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষার ফল মোটামুটি ভাল। বিজ্ঞানে পাস করেছে শতকরা ৭২ দশমিক ৫০ ভাগ। কলায় ৬৫ দশমিক ৪৬ভাগ। বাণিজ্যে শতকরা ৭৬ দশমিক ৭১ ভাগ।

এর মধ্যে আবার সকল বিভাগেই ভাল করেছে মেয়েরা। কলা শাখায় ৯ দশমিক ৫৫ শতাংশ। বিজ্ঞান শাখায় ৭ দশমিক ৪৫ শতাংশ, কৃষিতে ১২ দশমিক ৫০ শতাংশ, সঙ্গীতে ৫০ দশমিক ৮৭ শতাংশ এবং বাণিজ্যে মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে ৭ দশমিক ০৬ ভাগ বেশী পাস করেছে।

এই ভিড়ে দু'টি মুখ ভিন্ন ধরনের ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। কলা শাখায় প্রথম মাহবুবুর রহমানের বাড়ী জামালপুর জেলায়। ভাইবোনের মধ্যে চতুর্থ। বড় ভাই হোটেল শ্রমিক। একভাই এবং একমাত্র বোন গার্মেন্টস-এ কাজ করে। এই দু'ভাইবোনই মাহবুবের পড়াশুনার দায়িত্ব বহন করে। ক'দিন আগে মাহবুব জামালপুরে চলে গেছে।

তাই জানা যায়নি মাহবুব কত ঘন্টা পড়েছে। ক'জন শিক্ষক ছিল তার জন্য। কি হবে ভবিষ্যতে। শিক্ষক আমলা না রাজনীতিক। কি ভাবে রাজনীতি সম্পর্কে। কি বলে ছাত্ররাজনীতি এবং সন্ত্রাস সম্পর্কে। মাহবুব ঢাকায় গুলবাগে ভাইবোন নিয়ে একটি ঝুপড়িতে থাকে।

বৃহস্পতিবার রাতেই এ নাম দু'টি শুনেছিলাম। শুক্রবার ভোরে তাই কাগজে খুঁজেছি এদের নাম আর ছবি। রাজধানী ঢাকার প্রকাশিত ৫৭টি দৈনিকের খবর দেখিনি। তবে ডজন খানেক পত্রিকার মধ্যে মাত্র একটিতে দেখেছি মাহবুবের ছবি। আর একটিতে মোশারফের কৃতিত্বের কাহিনী। অপরটিতে চার ছবি। শুক্রবার সব কাগজে এদের ছবি না দেখলেও অনেকগুলি কৃতী ছাত্রছাত্রীর উজ্জ্বল মুখ দেখেছি। পড়েছি আনন্দে উদ্বেলিত হৃদয়ের কথা। কেউ বিজ্ঞানী হবে। প্রকৌশলী হবে। চিকিৎসক হবে। হবে গবেষক। কেউ রাজনীতি ঘৃণা করে। কেউ সন্ত্রাসকে রুখতে চায়। কেউ ছাত্র-রাজনীতিকে অভিসম্পাত দেয়।

কেউ এসএসসিতে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন অপছন্দ করে। মুখস্থ নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা পাল্টাতে চায় কেউ। এরা সরব সমাজ ব্যবস্থা থেকে সিএনএন এবং ডিস এ্যান্টেনা সম্পর্কেও।

পরিচয়ের দিক থেকে কারো বাবা শিক্ষক। কারো বাবা প্রকৌশলী। চিকিৎসক। উচ্চপদস্থ আমলা, কারো ভাই যুক্তরাষ্ট্রে। বোন কানাডায়। ব্রিটেনে বা অস্ট্রেলিয়ায়।

এ ব্যাপারে বাণিজ্য শাখায় তৃতীয় স্থান অধিকারী মোশারফ হোসেন মুন্নার কথা ভিন্ন, পিতা শরীয়তপুর জেলায় গোসাইরহাট থানার লক্ষ্মীপুরের অধিবাসী। কৃষি কাজ করেন। সংসারের অবস্থা নূন আনতে পান্তা ফুরায়। মুন্নাকে টিউশনি করে নিজের খরচ চালাতে হয়েছে। কলেজের দুজন শিক্ষক তাকে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। আরো লেখাপড়া করতে হলে টিউশনির উপরই নির্ভর করতে হবে।

মুন্না হিসাব করে মানুষ হয়েছে। হতে চায় চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট। অর্থাৎ জীবন এবং জীবিকার ছকেই বাঁধা পড়ে গেছে মুন্না। কিন্তু ছবিটা শুধু মাহবুব বা মুন্নার নয়। পরীক্ষার ফলের তালিকায় আর একটি চিত্র আছে। আছে ছবির পিছনে ছবি। খবরের পিছনের খবর।

খবরটি হচ্ছে কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য শাখায় যারা বিশতম স্থান অধিকার করেছে তারা কয়েকটি এলাকায় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ। প্রায় সকলেই রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন কলেজের ছাত্রছাত্রী। বাইরে শুধু মীর্জাপুর ক্যাডেট কলেজ এবং ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজ। এর বাইরে কেউ নেই। মাহবুব এবং মুন্নাও রাজধানীর ঢাকা কলেজের ছাত্র।

ঘটনাটি কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে ঘটছে। ঢাকার বাইরের ক্যাডেট কলেজ ব্যতীত অন্য কোথাও যেন শিক্ষার পরিবেশ নেই। নেই ভাল শিক্ষক। প্রয়োজনীয় প্রশাসন। বেসরকারী কলেজগুলির কথা ছেড়ে দিলেও ঢাকার বাইরে সরকারী কলেজের সংখ্যা কম নয়। এ সকল কলেজে শিক্ষকদের বেতনের কোন সমস্যা নেই। পড়াবার সাজ সরঞ্জামের তেমন অভাব নেই। বেতন দিয়েই ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনা করতে হচ্ছে। ধর্মঘট/হরতাল সন্ত্রাস এ কলেজগুলির তুলনায় ঢাকা শহরেও কম হচ্ছে না।

তাহলে সমস্যাটি কি? শিক্ষা-মন্ত্রণালয় বা শিক্ষা অধিদফতর এ প্রশ্নটি ভেবে দেখেছেন কি? ঢাকার বাইরের সরকারী কলেজগুলি তেমন ভাল করছে না কেন? কেন সকলেই ক্যাডেট কলেজ এবং রাজধানীর বিশেষ কলেজ মুখী হচ্ছে? এর কারণ কি শিক্ষার পরিবেশ? শিক্ষক এবং শিক্ষকের মান? না, এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা প্রশ্ন করেন, প্রধান পরীক্ষক থাকেন, ট্যাবুলেটর নিযুক্ত হন এবং ছয় কে নয় করতে পারেন বলেই পরীক্ষার ফলাফল এমন হয়।

কথাটি হয়ত আদৌ সত্য নয়। তবুও এ ধরনের কথা উঠছে। বছর দু'য়েক আগে দু'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে বাদানুবাদে নেমেছিলেন। মনে হয়েছিল বাতাসে ভেসে আসা অভিযোগগুলি সত্যি। শিক্ষকেরা তেমন অভিযোগই করছিলেন পরস্পরের বিরুদ্ধে।

অর্থাৎ শিক্ষকদের অনেক ক্ষমতার গুণেই এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার ফল ভাল হয়।

কথাগুলি অবান্তর প্রমাণিত হলেই খুশী হব। তবুও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আবেদন জানাব ঢাকার বাইরে কলেজগুলির দিকে একটু নজর দিন। বিশেষ করে সরকারী কলেজগুলিতে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনুন। নইলে মাঝে মাঝে দু'একটি মাহবুব-মুন্না ব্যতিক্রম হিসাবে সংবাদপত্রের খবর হবে। ঢাকার বাইরের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে পরীক্ষায় তেমন ভাল করা সম্ভব হবে না।

—নির্মল সেন